উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন

ঢাবি প্রতিবেদক
০২ জুলাই ২০২৪, ১২:০০ এএম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে টিএসসিতে গতকাল কেক কাটেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল -ফোকাস বাংলা

দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য সব আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ১০৪তম বর্ষে পদার্পণ উদযাপন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। ১৯২১ সালের এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'তরুণ প্রজন্মের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উচ্চশিক্ষা'। দিবসটি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে নেওয়া হয় নানা কর্মসূচি।

সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) পায়রা চত্বরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতীয় পতাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোর পতাকা উত্তোলন, পায়রা উড়ানো, বেলুন উড্ডয়ন, থিম সং পরিবেশন এবং কেক কাটার মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচি শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে বিভিন্ন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এর আগে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইদের অংশগ্রহণে স্মৃতি চিরন্তন চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। উপাচার্য এ শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন। পরে টিএসসি মিলনায়তনে 'তরুণ প্রজন্মের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উচ্চশিক্ষা' শীর্ষক এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে আলোচনাসভায় জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য (প্রশাসন) মুহাম্মদ সামাদ, উপউপাচার্য (শিক্ষা) সীতেশ চন্দ্র বাছার ও কোষাধ্যক্ষ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সংসদ সদস্য বেনজীর আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি

আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি মো. সাদ্দাম হোসেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার সভা সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস ও ঐতিহ্য' শীর্ষক গ্রন্থের ২য় খণ্ডের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য, শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানী, দক্ষ এবং মূল্যবোধসম্পন্ন করে তোলে। তাই শিক্ষার মাধ্যমেই পরিবর্তন সম্ভব। জ্ঞান অর্জনের অন্যতম মাধ্যম উচ্চশিক্ষা।

উপাচার্য এ এস এম মাকসুদ কামাল ২০৩৫ সালের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চতর গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২০৪৫ সালের মধ্যে গবেষণা-প্রধান 'আর আই' ক্যাটাগরির বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই 'একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান' এবং 'একাডেমিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান' প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

আরও খবর থেকে আরও পড়ুন